প্রথম আলো

জেলা

ছাত্র সংসদের দাবি

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের বিবৃতির পর অনশন ভাঙলেন দুই শিক্ষার্থী, অন্যরা অনড়

নিজস্ব প্রতিবেদক রংপুর

আপডেট: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৩: ১১

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিবৃতি প্রকাশের পর আমরণ অনশন ভাঙেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী শিবলি সাদিক (বাঁয়ে)। পাশে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মুশফিকুর রহমান। সোমবার রাতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর গেটে *ছবি: প্রথম আলো*

ছাত্র সংসদের দাবিতে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরুর ৩৬ ঘণ্টা পর উপাচার্যের বিবৃতি দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অনশন ভেঙেছেন দুজন শিক্ষার্থী। তবে বাকিরা অনশন কর্মসূচি চালিয়ে

যাচ্ছেন।

সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে সাংবাদিকদের সামনে অনশন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন ওই দুজন শিক্ষার্থী। তাঁরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিবলি সাদিক ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মুশফিকুর রহমান।

এ সময় শিবলি সাদিক সাংবাদিকদের বলেন, 'গত ৩৬ ঘণ্টা থেকে আমরণ অনশন করছিলাম। আমরা চাচ্ছিলাম, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের রোডমাপের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিবৃতি দিক। উপাচার্য বিবৃতি দিয়েছেন। ১০ কার্যদিবসের সময় চেয়েছেন তিনি। আমি এটার সঙ্গে একমত। আমার শারীরিক পরিস্থিতিও খারাপ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে ওয়াদা দিয়েছে, তার সঙ্গে একমত প্রকাশ করে আমি অনশন ভাঙছি।'

মুশফিকুর রহমান বলেন, 'ভিসি স্যারের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি এসেছে। এটা আমাদের জন্য আশাব্যঞ্জক। আশা করব, ১০ কার্যদিবসের মধ্যে এটা বাস্তবায়ন করা হবে।'

তবে অনশন প্রত্যাহারের ঘোষণা নিয়ে এই দুই শিক্ষার্থীর সঙ্গে অন্য আন্দোলনকারীদের হট্টগোল হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক শামসুর রহমান এই দুজনকে শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত উল্লেখ করে এটি তাঁদের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত কি না জানতে চান।

এ বিষয়ে মুশফিকুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, তিনি ছাত্রশিবিরের রাজনীতি করলেও কোনো রাজনৈতিক পরিচয়ে এ আন্দোলনে যুক্ত হননি। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে আন্দোলনে এসেছেন। ছাত্রলীগের মতো 'ট্যাগিং' দেওয়া হচ্ছে কেন, সেটা নিয়েও পাল্টা প্রশ্ন তোলেন তিনি।

গত রোববার বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর ফটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ১০ শিক্ষার্থী আমরণ অনশনে বসেন। তাঁদের অভিযোগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে ছাত্র সংসদের বিষয়টি নেই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ছাত্র সংসদ বাবদ ফি নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করে একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা করে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছেন।

আমরণ অনশনে গত ৩৬ ঘণ্টায় সাতজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন। সোমবার দুপুরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জাহিদ হাসান ও মাহিদুল ইসলামকে অ্যাম্বুলেন্সে করে রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। বিকেলে তাঁরা হাসপাতাল থেকে ফিরে আবার আন্দোলনে যোগ দেন। রাত ১১টার দিকে অনশনরত আরেক শিক্ষার্থী কায়সার আহমেদকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আমরণ অনশন করছেন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সোমবার সকালে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর গেটে *ছবি: প্রথম আলো*

আন্দোলনরত শিক্ষার্থী শামসুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিতে তাঁরা অনড়। ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে অনুরোধ, তাঁরা শিগগিরই দাবি মেনে নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থেকে নিষ্কৃতি দেবেন।

সময় চাইলেন উপাচার্য

ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে শিক্ষার্থীদের প্রাণের দাবি উল্লেখ করে ১০ কার্যদিবসের সময় চেয়েছেন উপাচার্য শওকাত আলী। সোমবার রাত ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগের সহকারী পরিচালক এহতেরামুল হকের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ছাত্র সংসদ গঠনের ব্যাপারে বর্তমান প্রশাসনও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একমত। ছাত্রদের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলার জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বেরিয়ে আসুক, তারা নেতৃত্ব দিক; বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এটা বিশ্বাস করে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ছাত্র সংসদের বিষয়টি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে নেই। তবে বর্তমান প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার পর ১০৮তম সিন্ডিকেট সভায় ছাত্র সংসদ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। ছাত্র সংসদের নামে

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া অর্থ একটি ব্যাংক হিসাব খুলে জমা রাখা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে সেটা শুধু ছাত্র সংসদের জন্যই খরচ করা যায়।

ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য উপাচার্য একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন। কমিটির সদস্যরা চারটি বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি, রাবি, চবি ও জাবি) থেকে গঠনতন্ত্র সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ এবং তিনটি আবাসিক হলের জন্য আলাদা করে ছাত্র সংসদের জন্য একটি গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করেছেন। সেটা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে পাঠানো হয়েছে।

গঠনতন্ত্রটি এখন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে গত ৩০ জুলাই গঠিত সাত সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে রয়েছে। এখান থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হয়ে গঠনতন্ত্রটি রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নিয়ম অনুযায়ী এ গঠনতন্ত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর সরকারি গেজেট আকারে প্রকাশিত হবে। তারপর সেটার আলোকে তফসিল ঘোষণা করা হবে। ছাত্র সংসদ নির্বাচন আয়োজন করার আগে ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের এসব ধাপ পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করতে হয়।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য ওই বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে উপাচার্য একাধিকবার আলোচনা করেছেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। তাঁরা নিশ্চিত করেছেন, জরুরিভাবে উদ্যোগ নিয়ে আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে খসড়া গঠনতন্ত্র যাচাই-বাছাই করে অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করো হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উপাচার্য শিক্ষার্থীদের অক্টোবর মাসের মধ্যেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিধিবিধান প্রণয়ন ও গেজেট প্রকাশ-সম্পর্কিত কাজটি যেহেতু দুই-এক দিনের মধ্যে করা সম্ভব নয়, তাই শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি ১০ কার্যদিবস সময় চেয়েছেন।

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো